মানবতাবাদ, মনুষ্যত্ববাদ ও পররাষ্ট্রনীতি

-আলমগীর হোসেন

১০/০৯/২০০৫

ভিন্নমত ও মুক্তমনায় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির উপর দুই অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ, জনাব কুদ্দুস খান ও ডঃ বিপ্লব পালের মাঝে যেন মোড়গ-লড়াই চলিতেছে। ডঃ পাল আমেরিকার কুটিল ও জটিল পররাষ্ট্রনীতির খুঁটি-নাটি পাঠকদের সামনে হাজির করছেন যার সাথে আমার মত অনেক অজ্ঞ রাস্তার সাধারণ ব্যক্তির পরিচয় ছিল না। আর ওদিকে জনাব কুদ্দুস খান উনার সেই *'সবকিছুর পীছনেই অর্থনীতি'* দিয়ে আমেরিকার কুটিল ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ জটিল পররাষ্ট্রনীতির সহজ-সরল ব্যাখ্যা দিয়ে চালিয়ে দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

পাঠকগণ হয়ত খুবই মজা পাচ্ছেন এ লড়াই দেখে। কেউ কেউ ডঃ পালের লেখাগুলো পড়ে নিজেদের জ্ঞানের পরিধি পরিবর্ধনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং সেই সাথে হয়ত বাহবা উনাকে দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জনাব ডঃ পাল আমেরিকার পররাষ্টনীতির উপর একজন অনন্য জ্ঞানের অধিকারী। *আর জনাব খান যে "ব্যর্থ অর্থনীতিবিদ" নামে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন পাঠকদের মাঝে - সেটাই আবার নুতন করে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন উনার অর্থনৈতিক স্বার্থ দিয়ে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিসহ দুনিয়ার তাবৎ বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা করে।* ডঃ পাল উনার লেখার পঞ্চম খন্ডে জনাব খানের এ ব্যর্থ প্রয়াসকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

যদিও এই প্রথম আমি ডঃ পালের কৃপায় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির জটিলতার খুটিনাটি জানার সুযোগ পাচ্ছি - কিন্তু আমি এটাও এই প্রথমবারের মত বুঝতে পারছি যে, অন্ততঃ আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি আমি যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ নয়। বরং বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে; আমার স্কুল-জীবনের সবচেয়ে দুর্বোধ্য বিষয় পদার্থবিদ্যার চেয়েও কঠিনতর। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমি পদার্থবিদ্যার বাছাই করা কয়েকটি অধ্যায় পড়ে কোন রকমে পার পেয়েছি স্কুলে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেই ঐ বিষয়টা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি। এখানেও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একই কথা। জনাব পালের সম্ভবতঃ সহজ-সরল ভাষায় লিখিত আমেরিকার জটিল পররাষ্ট্রনীতির অংশবিশেষ মাত্র আমার বোধগম্য

হয়েছে এবং আমার এ লেখাটি মূলতঃ ঐ অংশবিশেষের উপর (খন্ড ৪: http://www.vinnomot.com/BiplabPal/America4.pdf) আলোকপাত করবে।

ডঃ পালের আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির উপর "*আবেগপ্রবন সাম্রাজ্যবাদ*" শিরোনামে লিখিত চতুর্থ পর্বটি - যাতে উনি আমার একটি রচনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন - সেটি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির উপর একটি অসামান্য দলিলই নয়, সেটা অনেকটা সাহিত্যের ছন্দে রচিত মানবতাবাদের একটি উৎকৃষ্ট দলিলও বটে। ডঃ পাল আবারো ভিন্নমত, মুক্তমনা ও সদালাপে বিভিন্ন সময়ে লিখিত অন্যান্য রচনার ন্যায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের এক বীভৎস রক্তপিপাসু ও লুটেরা রূপ চিত্রায়িত করেছেন আরেকবার প্রাঞ্জল সাহিত্যিক ভাষায়। ডঃ পাল, যিনি একজন উৎকৃষ্ট ভারতীয় দেশপ্রেমী, আমেরিকার বীভৎস পররাষ্ট্রনীতির চিত্রাঙ্কনের পাশা-পাশি উনার মাত্রভূমি ভারতের মানবতায় ছোয়ায় ভরপুর পররাষ্ট্রনীতির চিত্রও অঙ্কন করেছেন।

মানবতাবাদ না মনুষ্যত্ববাদ?

আলোচনায় যাওয়ার আগে আমার অতি সম্প্রতি উপলব্ধ একটা বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন মনে করছি। সেটা হলঃ *মানবতাবাদ*। ভিন্নমত ফোরামটি সরাসরি না হলেও মানবতাবাদ বিস্তারের অংগীকার করেঃ ***The aim of Vinnomot forum is to promote Rationalism, Freethinking, Religious/Racial Tolerance, Freedom of Speech and a Humanistic World View by opening a dialogue amongst holders of differing opinions on a range of issues. (http://launch.groups.yahoo.com/group/vinnomot/).*** ভিন্নমতের অংগীকারপত্র রচনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার কারণে বিষয়টা সম্পর্কে আমার এতদিনের ভুল ধারণাটা আলোচনা করার তাগিদ অনুভব করছি। মানবতাবাদ বলতে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিলঃ মানবতাবাদ হচ্ছে মানুষের সুষ্ঠ ও সুস্থ্য জীবন চলার ক্ষেত্রে (ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়) এক গুচ্ছ নিয়ম-নীতি ও সংস্কার যার ভিত্তি হবে মানুষের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি (natural human instinct or human nature)। এ অর্থে মানুষের প্রকৃতি বিবর্তনবাদমুখী এবং পশুত্ববাদ (nature of the animal kingdom) থেকে ভিন্ন নয় - বরং পশুত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত। এ দিক থেকে বিচার করলে আত্মস্বার্থ মানুষের জীবন চলার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখবে, জনাব কুদ্দুস খান তার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যায় যেটাকে একটা বড় চালিকা শক্তি (driving force) হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রকৃতির দিকে তাকালে শুধু

আত্মস্বার্থকে জীবন চলার একটা বড় চালিকা হিসেবেই দেখা যায়, কিন্তু একমাত্র চালিকা শক্তি নয়। সেটা হলে বিশ্বপ্রকৃতি ধ্বংসের আস্তাকুড়ে অনেক আগেই পতিত হত। আর ভিন্নমতের অংগীকারপত্র রচনার সময় প্রকৃতিমুখী মানুষের এই ধর্মকেই মানবতাবাদ বলে মনে করেছি। এখন বুঝতে পারছি, এটাকে *মানবতাবাদ* না বলে বরং ***মনুষ্যত্ববাদ*** বললে সঠিক হত।

যাহোক, অতিসম্প্রতি বাংলা ই-মঞ্চগুলোতে মানবতাবাদী চেতনার যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে মানবতা সম্পর্কে আমার সংগাটা সম্পূর্ণই ভুল। মানবতাবাদ মনে হচ্ছে অপরের স্বার্থে স্বর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া, সেখানে আত্মস্বার্থের কোন স্থান নেই। *অবশ্য এ ধরনের প্রখ্যাত মানবতাবাদীর আবির্ভাব হয়েছে মানব সমাজে বিভিন্ন সময়ে। তাদের মধ্যে বিপ্লবী নবী যীশু খৃষ্ট ও মোহাম্মদ (সঃ), হেগেল, মার্ক্স, হো চি মিন, মাও সে তুং, চে গুয়েভারা ও লেনিন-এর নাম উল্লেখ্য।* নবী যীশু খৃষ্ট ও মোহাম্মদ (সঃ) মানব মুক্তির লক্ষ্যে একক হস্তে বিপ্লব শুরু করেছিলেন সমগ্র মানবজাতিকে ইহজগতে পরম শক্তিমান ও করুনাশীল বিশ্বস্রষ্টার ছায়াতলে একত্রিত করে বিশ্বপিতার করুনা ও ভালবাসায় সমৃদ্ধ করা এবং পরজগতে বিশ্বপিতার নারকীয় দাবানল থেকে বাঁচিয়ে স্বর্গের যাবতীয় ঐশ্বর্যে সকলের জীবনকে ভরিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। অন্য দিকে মার্ক্স, লেনিল, মাও সে তুং প্রমুখ মানবতাবাদীরা সমগ্র মানবজাতির শত্রু লুটপাটকারীদের (রাজা-বাদশা, সমাজের ধনী শ্রেণী) এবং তাদের তল্পিবাহক ও তোষনকারী যত্তসব জ্ঞানীগুনী ও দার্শনিক (প্রাচীনযুগের সক্রেটিস থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ইবনে সিনা ও বর্তমান যুগের বার্ট্রান্ড রাসেল) এবং যত্তসব বিজ্ঞানী (নিউটন থেকে শুরু করে আইনষ্টান)-দেরকে নিপাত করে সারা পৃথিবীতে মানবতাবাদের ঢল বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন (সূত্রঃ মুক্তমনায় অভিজিত রায়ের প্রবন্ধঃ http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/olosh_diner_bhabna.pdf)। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ আজও মানবতাবাদের কাছাকাছি পৌঁছেনি, বরং পশুত্ব-বাদের কাছাকাছি রয়ে গেছে। সে কারণেই হয়ত মানবজাতির ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে আগত এসব মানবতাবাদী বিপ্লবীরা বিশ্বে মানবতার ঢল বইয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। মানবতাবাদের জয়গান যুগে যুগে ছোট ছোট মানবতাবাদীরা গেয়ে গেছেন, আজও যাচ্ছেন যেটা বিশ্বে মানবতাবাদের আগমনের প্রত্যাশাকে বাঁচিয়ে রাখবে ও একদিন যোগ্য মানবতাবাদী বিপ্লবীর নেতৃত্বে বিশ্বের প্রতিটি কোনায় শান্তির ঝড় বইয়ে দেবে; হয়ত। মানুষ তো আর পশু-পাখির মত সাধারণ প্রাকৃতিক জীব নয় যে পশুত্ববাদ তার জীবনকে সবসময় নিয়ন্ত্রন করবে! মানুষ অতিপ্রাকৃতিক জীব না হলেও সেতো সৃষ্টির সেরা এবং অন্যান্য জীব থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থান

করে। কাজেই, তার ধর্ম ও জীবন-দর্শন মানবতাবাদ না হয়ে যায় কোথায়!

মানবতাবাদী নই, মনুষ্যত্ববাদীঃ

মানবতাবাদ মানুষের পরম ধর্ম হলেও, আজ পর্যন্ত তার বেশীর ভাগ মানুষের ধর্ম স্বার্থান্বেষি পশুত্ববাদের কাছাকাছি রয়ে গেছে, যেটাকে প্রকৃত-বিচারে ***মনুষ্যত্ববাদ*** বললে সবচেয়ে সঠিক হয়। আমি হলফ করে বলতে পারি যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই মানবতাবাদীদের ঘরে ছিলাম বরং ছিলাম মনুষ্যত্ববাদের ঘরে। ব্যাপারটা খুলাশা করা যাক। আমি বাংলাদেশের গাঁয়ে জন্মেছি। আমার দেশ অতিব দরিদ্র জনগণের খাঁজনার পয়সা খরচ করে দেশের সরকার আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়িয়েছে। দেশের সরকার ও দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল আমি পড়াশুনা করে দেশের ও দরিদ্র জনগণের কল্যানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করব, যেটা মানবতাবাদমুখী। কিন্তু আমি আমার মাষ্টার্স ডিগ্রিটা হাতে পেতেই দেশ ও দেশের দরিদ্র জনগণের ভাগ্যে ও স্বার্থে লাথি মেরে পরদেশে পাড়ি জমিয়েছি সম্পূর্ণ ভাবেই নিজ স্বার্থে। আবার দেশ থেকে পাড়ি দেওয়া মানেই মানবতাবাদ বিরোধী হতে হবে এমন কোন মানে নেই। যেমন ধরুন মাদার তেরেসার কথা। তিনি দারিদ্র-পীড়িত নিজ জন্মভূমি চেকোশ্লোভাকিয়া ছেড়ে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কলকাতায় এসে মানবতার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মানবতাবাদের এমন এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যেটা তাকে *শান্তিতে নোবেল পুরস্কার* বিজয়ী করেছে। এমন অনেক মানবতাবাদীরা সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেনঃ যেমন, উন্নত বিশ্বের অনেকে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মত দেশের প্রাচুর্য্য ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও দঃ আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোতে গিয়ে ঐসব দেশের চরম দারিদ্র-পিড়ীত মানুষের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করছেন। তার মানে দাঁড়ায় যে, দেশপ্রেম ও দেশবাসীর সেবাই মানবতাবাদের একমাত্র মাপকাঠি নয়। মানবতাবাদ কোন দেশ, জাতি, ধর্মে বিশ্বাস করে না। মানবতাবাদীর প্রাণ বিশ্বের প্রতিটি কর্নে অবস্থিত আর্ত, পিড়ীত ও দুস্থ ব্যক্তির জন্যই কাঁদে। কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ, ভারত ত্যাগ করে অন্যদেশে গিয়েও জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে মানবতাবাদী হিসেবে গন্য হতে পারে। যেমন, হয়ত করছেন বাংলা ই-মঞ্চগুলোর মানবতাবাদী ভাইয়েরা-দাদারা। উনার বিশ্বমানবতার সেবায় উদ্দেলিত হয়ে বাংলাদেশ-ভারত ছেড়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে মানবতাবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণই ভিন্ন। আমি আজ নিজ দেশ ছেড়ে এই

দেশটিতে আছি শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থে। আমার অন্যান্য মানবতাবাদী দাদা ও ভাইদের মত এই দেশ বা দেশের জনগণের সেবা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। কাল যদি আমি অন্য কোন দেশে সব মিলিয়ে ভাল সুযোগ পাই, তক্ষনি আমি আত্মস্বার্থে এই দেশ ছেড়ে পাড়ি জমাব। আমার এটা শুধুমাত্র মনুষ্যত্ববাদ। ডঃ বিপ্লব পাল ও তার মত অনেক বাঙ্গালী মানবতাবাদীরা আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশে বসে যেমন করে ঐসব দেশের ও মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, আমার ক্ষেত্রে সেটা একদমই প্রজোয্য নয়। প্রজোয্য নয় কেবলমাত্র হাতে-গোনা কিছু মানবতাবাদী বিনা বিদেশে অবস্থানরত বেশীরভাগ বাংগালী ও ভারতীয়দের ক্ষেত্রেই। তারাও প্রকৃত-বিচারে মনুষ্যত্ববাদেরই অনুসারী, মানবতাবাদী নয়। বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষই যখন আমার মতন মনুষ্যত্ববাদের অনুসারী, সে ক্ষেত্রে আমেরিকাসহ যে কোন দেশেরই পররাষ্ট্রনীতি যে আত্মস্বার্থের বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত হবে - সেটাই আমার মত মানুষের প্রত্যাশা করা উচিত। জনাব কুদ্দুস খানকে *আমার ঘরানার* লোক মনে হচ্ছে এবং সেই আলোকেই আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করছেন। মোট কথা, মনুষ্যত্ববাদে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের প্রধান বিষয়।

মার্কিন মনুষ্যত্ববাদী ও ভারতীয় মানবতাবাদী পররাষ্ট্রনীতি

তবে মানুষের মাঝে মানবতাবাদীরা যেমন ব্যতিক্রম, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তেমন ব্যতিক্রম থাকাই স্বাভাবিক। যেমনটি দেখিয়েছেন ডঃ পাল ভারতের ক্ষেত্রে - ১৯৭১ সালে দানবরুপী আমেরিকা যখন পাকিস্তানের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের জনগণকে কচুকাটা করছিল, তখন ভারত মানবতার আদর্শে উদ্বেলিত হয়ে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে আমাদেরকে নিপীড়ন ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সেন্য পাঠালেন ও বাংলাদেশকে মুক্ত করলেন। এ সম্পর্কে ডঃ পাল লিখেছেনঃ

> দ্বিতীয় উদাহরন দিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। বাংলাদেশে খানসেনাদের নৃসংস গনহত্যাকান্ড এবং গনধর্ষন তখন পৃথিবীকে আলোড়িত করছে। শ্রীমতি গান্ধী, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে সবাইকে সে কথা জানাচ্ছেন। চাপে পরল আমেরিকা। হেনরী কিসিঞ্জার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকলেন। এই ভদ্রলোক বৈঠক শেষে অম্লান বদনে জানালেন, সবই রাশিয়ার প্রচার। আমরা পাকিস্থানকে বলে দিয়েছি না, আমেরিকার সাথে আছো, কোন অত্যাচার চলবে না। পাক সেনারা যাদের মারছে তারা আসলে, রাশিয়ার গুপ্তচর। মুক্তিবাহিনী রাশিয়া-ইন্ডিয়ার ফ্রন্ট!

ভারত পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও মানবতাবাদের সে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষকে মৃত্যুর হাত

থেকে রক্ষা করে। হে ভারত মাতা! তোমার আত্মত্যাগ ও মানবতাবাদের তুলনা মেলা ভার - আমরা যে চির কৃতজ্ঞ!

ভারত মাতার কাছে যে চির কৃতজ্ঞ সে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কোন সন্দেহ নেই। তবে ডঃ পাল মুক্তিবাহিনীদেরকে রাশিয়ার গুপ্তচর ও রাশিয়া-ইন্ডিয়ার ফ্রন্ট আখ্যা দিয়ে যে মিথ্যের বুলি উড়িয়েছে আমেরিকা তাতে তিনি ভীষন ক্রুদ্ধ। ডঃ পাল কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীদের সাথে ভারত ও রাশিয়ার সাথে কি সম্পর্ক ছিল সেটার উপর আলোকপাত করেন নি। এবং সেই সাথে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে সেটা একটা অর্ধ-কমিউনিষ্ট Proleteriat Dictatorship রাষ্ট্রে রূপ নিল তার কারণ কি ছিল সেটা কিন্তু বিশ্লেষন করলেন না। আমেরিকার মিথ্যে বুলি কিভাবে মিথ্যে ছিল সেটাও তিনি ব্যাখ্যা করলেন না। আমেরিকা পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিকভাবে একতাবদ্ধ ছিল যখন ভারত স্বাধীনতার লাভের পর আমেরিকা ও পুজিবাদী বিশ্বকে ধ্বংসের অভিপ্রায়ে রাশিয়ার সাথে একতা করে। আমি বলেছি, দক্ষিন-এশিয় অঞ্চলে ঐ সময়ে আমেরিকার পাকিস্তানের সাথে একতা না করে কোন উপায় ছিল নাঃ

---

http://launch.groups.yahoo.com/group/vinnomot/message/4585

There is little doubt that there was a tide of communistic zeal going on in late 1960s and subsequently through the 70s in Bangladesh side. Bangabandhu was a father figure at the top of AL! Who were the other leaders who lead the war on the ground? Shahjahan Shiraj, ASM Rob, Major Jalil, Siraj Sikdar, Rashed Menon et al? What was their political ideology? Many fought under the AL umbrella but were strongly influenced by communist ideology. Of course, the whole nation finally joined in the fight in different capacities. The communist tide was very strong in 1971, so much so that Bangabandhu had to institute a largely communistic proletariat dictatorship [BAKSAL] after his return to free Bangladesh.

I personally do not blame Bangabandhu because there was a wild revolutionary tide flowing all over the world. Communist ideology even deceived the imagination of great thinkers like Tagore and Bertrand Russell until they had an opportunity to see it first hand in Russia. I was personally influenced heavily by that. I can vividly remember how I used to be excited by a morbid revolutionary zeal at a young age in late 70s and early 80s. I even used to subscribe to the revolutionaries directive that even your family members must not be spared if they oppose the revolution. Nothing should stand above the revolution.

For America’s point of view, Pakistan was their sole friend in South Asia. Communist revolutionary zeal was foaming in Afghanistan, Bangladesh and elsewhere. Of course, India was always with the Communist block since 1947. Pakistan was the only US ally in

the region. As the 1971 war started, our freedom fighters crossed to USSR-allied India for shelter and training. I don't know how the US could help Bangladesh. Since Pakistan was the only partner in the region and communist-phobia was major focus of the US at the time, there was no way America could sever relations Pakistan. Do you disagree with that? If, not provide the facts to prove it otherwise. ***And even if the US had not supported Pakistan, do you think that Pakistan would not have killed any Bangladeshi and just let go?*** No doubt we were the victims because of the mad situation that existed around the world in those days.

————————————————————————————————————

আমেরিকা কিভাবে পাকিস্তান থেকে দূরে সরে দাড়াতে পারত সেটা ডঃ পাল আমাদেরকে বলবেন কি? অবশ্য আমেরিকা ভারতের মত মানবতার আদর্শে উদ্ভাসিত কোন দেশ হলে অন্য কথা ছিল। মানবতাবাদীরা অন্যায়কারীর সাথে কোনই সম্পর্ক রাখবে না যদিও সেটা নিজেদের নির্ঘাত ধ্বংস ডেকে আনে। বরং নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে অন্যায়কারীদেরকে হাত থেকে নির্যাতিতদের বাচাবে যেটা করেছিল ভারত ১৯৭১ সালে। এখানেই আরেকবার প্রমানিত হয় যে, আমেরিকা মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ববাদ চর্চা করে, ভারতের মত অতিমানবীয় নিঃস্বার্থ মানবতাবাদ চর্চা করে না। জনাব খানের তত্ত্ব সঠিক প্রমাণিত হয় এখানে।

আর হ্যা, আমেরিকা পাকিস্তানের আগে-পাছে না থাকলে বাংলাদেশীদের ভাগ্যে কি ঘটত? হয়ত মানবতাবাদী ভারত কিছুদিন আগে যুদ্ধে যোগ দিয়ে কিছু মানুষকে বাচাতে পারত। কিন্তু পাকিস্তান যে জবাই কর্ম যতটা সম্ভব চালিয়ে যেতেন তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? এখানে বিশ্ব মানবতাবাদী ভারতের কাছ থেকে কিন্তু আরও এক অতুলনীয় শিক্ষা নিতে পারে। না'পাকস্তানের নির্মম খান সেনারা যেখানে তৎকালীন পুর্ববাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে নিঃসংশভাবে হত্যা করেছিল, সেখানে মানবতাবাদী ভারত কিন্তু মানবতাবাদের ছোয়া আর ভালবাসা দিয়ে পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে জয় করল। কানাডা যেভাবে কুইবেকের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রন করেছে তার চেয়েও এক মহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মানবতাবাদী ভারত নিজ দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রন করতে। ভারত বলেই কথা।

আবারও ভারতমাতা যেমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্দেলিত আত্মবলীর ঝুকি নিয়ে বাঙ্গলার জনতাকে নিঃসংশ ঘাতক নাপাকীদের হাত থেকে বাচালেন, তেমনি আরেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শ্রীলংকায়। সেখানকার নিঃসংশ ঘাতক তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যখন শ্রীলংকার সরকার ও জনগণকে নির্মমভাবে নিধন করছিল, তখন আবারো নিঃস্বার্থ মানবতাবাদের চেতনায় ভারত মাতার হৃদয় ভরে

উঠেছিল এবং শ্রীলংকার নিরীহ সরকারকে অমানুষ তামিল ঘাতকদের হাত থেকে বাচানোর জন্য নিঃস্বার্থ আত্মবলীর ঝুকি নিয়ে সেখানে সৈন্য পাঠালেন তামিল অমানুষগুলোকে খতম করতে, যেমন করেছিল বাংলায় নাপাক ঘাতকদেরকে খতম করতে ১৯৭১। মানবতাবাদের এমন দৃষ্টান্ত কি ভারতের মত মানবতাবাদী দেশ ছাড়া কেউ দেখাতে পারবে?

ডঃ পাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের দুর্দশায় চরম মর্মাহত হয়েছেন এবং আমেরিকা তাদেরকে বাচাইনি বলে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি লিখেছেনঃ

> আমেরিকার আদর্শবাদের ভর ং অনেক ভাবেই দেখানো যায়, আমি শুধু দেখাবো, আমেরিকার মানবপ্রেম কি ভাবে ইহুদী নিধনে জার্মানীকে পরোক্ষ ভাবে ইন্ধন যুগিয়ে ছিল।
> ১৯৩৩ সালে তৃতীয় রাইখ তৈরী হওয়ার পর, ইহুদীরা জার্মানী ছেরে পালাতে থাকে। একটা সত্য এখানে জানা দরকার। হিটলারের প্রথম লক্ষ্য ছিল, ইহুদী বিতড়ন। তাদের মেরে ফেলা নয়। কিন্তু যাবে কোথায়? ইউরোপের কোন দেশ তাদের নিতে রাজী হল না। রাজী ছিল শুধু কিউবা।
> ইহুদীদের অনেক আশা ছিল আমেরিকা তাদের নিতে রাজী হবে! ইহুদী রিফিউজি সমস্যা নিয়ে আমেরিকা এবং জার্মানীর বৈঠক হয়। নীটফল, আমেরিকা একটিও ইহুদী আপদদের নিতে রাজী নয়।

আমেরিকা কী অমানুষ, দেখুন ভাই! কেন তারা জার্মানী থেকে সবগুলো ইহুদিদেরকে নিয়ে এলনা? এমন চরম অমানুষ দেশ দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি আছে কি? আহা যদি না মানবতার অতন্ত্র প্রহরী ভারতবর্ষ আরেক মহাসাম্রাজ্যবাদী অমানুষের দেশ ইংল্যান্ডের রাজত্বে না থাকত, তাহলে জার্মানী থেকে সবগুলো ইহুদিদের তুলে নিয়ে এসে মানবতাবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারত যেমন করেছিল ১৯৭১ সালে পুর্ববাংলায়। আর সেটাও তো দেখতে হবে যে স্মরণকালের সেরা মানবতাবাদী মহা-আত্মা গান্দিজী তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। সব ইহুদীদেরকে হিটলারের হাত থেকে না বাচিয়ে কি মহাত্মাজী পারতেন - মহা-আত্মা যে! আর আমেরিকার ইহুদীদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতায় ডঃ পালের মর্মাহত হওয়ার কারণটা যে বুঝতে হবে। ডঃ পাল যে শুধু একজন মানবতাবাদীই নয়, মহাত্মাজীর এক একনিষ্ঠ অনুসারী - তিনিও যে আরেক মহাত্মা। ইহুদীদের হত্যাযজ্ঞে হৃদয় ফেটে যে ডঃ পাল যে মারাই যেতে পারতেন। ভাগ্য ভাল, উনি তখনও জন্মোন নি।

আরে দেখুন না ভাই মহাত্মাবাদী মানবতাবাদের ঢলাঢল। যে হিটলার ইহুদীদেরকে কচুকাটা করছিলেন, সে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে গান্দিজীর প্রিয় নায়ক,

যদিও তিনি যখন বুঝতে পারলেন হিটলার লক্ষ্য সমস্ত বিশ্ব বিজয় - ভারতবর্ষসহ - তখন তিনি হিটলারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেন। গুজরাটের পাঠ্যপুস্তকে সম্প্রতি হিটলারের প্রশংসা মহাত্মাজীর রেখে যাওয়া নিদর্শন মাত্র। শুধু তাই নয়, ডঃ পালের জীবনগুরু মহাত্মাজী ইহুদীদের এত ভালবাসতেন যে, তিনি হিটলারের প্রতি প্রেম নিবেদনের সাথে সাথে ইহুদীদের প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃনা প্রকাশেও কার্পন্য করেন নি। সাধে কী আর মহাত্মা বলা হয় গান্দিজীকে!!!

যদিও জনাব পাল আমেরিকা জার্মানী থেকে ইহুদীদের না আনায় খুবই মর্মাহত, তথাপি, আমেরিকাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রায় দুই লক্ষ্য (২০০,০০০) ইহুদীদেরকে জায়গা দেয়, যেটা বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বেশী। তবে আমি ডঃ পালের একটা যুক্তি বুঝতে পারলাম না। তিনি বলেনঃ *আমেরিকা ইহুদীদেরকে জার্মানী থেকে নিয়ে না আসাটা কিভাবে ইহুদী নিধনে জার্মানীর সহায়ক হয়?* ব্যাপারটা যেন এ রকমঃ ***ধরুন কাল ইন্ডিয়া সব মুসলমানদেরকে ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে বলে, নইলে তাদেরকে সবাইকে মেরে ফেলবে। যদি আমেরিকা ইন্ডিয়া থেকে সব মুসলমানদেরকে নিয়ে না আসে, তাহলে আমেরিকা ভারতকে ইন্ধন যোগাল মুসলমান নিধনে। একের পর এক সারা বিশ্ব তাদের সংখ্যালঘুদেরকে নিধন করতে থাকুক - আর আমেরিকা যদি ঐ সংখ্যালঘুদেরকে সরিয়ে না আনে তবে সব দোষ আমেরিকার ঘাড়ে চাপতে বাধ্য।***

আরে ভাই, আমেরিকা জার্মানীর ইহুদীদেরকে সরিয়ে আনলেও, তার পরদিন শুরু হত জার্মানী-দখলকৃত পোল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ইহুদিদের নিধন। তাদেরকেও আমেরিকা সরিয়ে আনুক - নইলে সব দোষ তোমার আমেরিকা! ডঃ পাল হয়ত ভুলে গেছেন, হিটলারের জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের তুলনায় ৩গুন অন্যান্য লোক মেরেছিল। আহা, আমেরিকা কী ভয়ানক অমানুষ - ওদেরকে সবাইকে সরিয়ে আনল না কেন? আমেরিকা যে এক পাষন্ড বর্বর দেশ। সেটা মনুষ্যত্ববাদে বিশ্বাসী আমেরিকা, কুদ্দুস খান বা আলমগীর হোসেন কিভাবে অনুধাবন করবে বলুন? সেটা অনুধাবন করতে হলে মহাত্মাবাদী মানবতাবাদী হতে হবে যে!!

তবে একটা কথা। ধরুন, আমেরিকা সারা ইউরোপের জনগণকে বাঁচিয়ে সমস্ত আনাচেকানাচে জড়ো করল। কিন্তু হিটলার যদি কৃতকার্য হত সমস্ত ইউরোপ দখল করে নিতে। তখন তো আমেরিকাকেই আক্রমন করে বসত। তখন কাকে দোষী করতেন ডঃ পাল? দোষী করার পাত্রের কি আর অভাব আছে? ***Alien Martian***-রা

রয়েছে না? কিংবা হয়ত আমেরিকাকেই আবার উলটো দোষী করে বসতেন হয়তঃ আমেরিকা সারা দুনিয়ার মানুষ তুলে এনে নিজের ঘরে জমা করেছে বলে হিটলারের হাতে সারা বিশ্বের পতন হল। ডঃ পাল কী বলেন???

ডঃ পাল আবার এসেছেন জার্মানিতে ***Jewish Concentration Camp***-এর কথায়ঃ আমেরিকা আগে ভাগে *অসস্ট্রিজ কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্প* বম্বিং করে ইহুদী বাঁচালো না কেন? এবার এসেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ প্রান্তরে মানবতাবাদের কথা। ***Conspiracy theory*** তৈরি করতে চাইলে তার অভাব হওয়ার কথা নয়। তবে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যেঃ আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫০০,০০০ সৈন্য হারায়। তবুও মানবতাবাদে গদগদ ডঃ পালরা হয়ত মানবতাবাদ দেখাতে কার্পন্য করতেন না, সেটা যদি আরও ১০, ২০ বা ৫০ হাজার সৈন্যের আত্মবলীর বিনিময়েও হত। কিন্তু যুদ্ধ প্রান্তরে অবস্থানরত সেনানায়কদের জন্য যুদ্ধে যত তাড়াতাড়ি যেতা যায় সেটাই যে বড় দায়িত্ব হওয়ার কথা ছিল - মানবতাবাদ দেখানো বা ইহুদী জনগণের প্রত্যাশা পূরন করার চেয়ে। আশা করব, আমেরিকার সেনানায়করা সে চেষ্টাই করেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

ডঃ পাল আবার এসেছেন, রোয়ান্ডার হুটু-তুতসিদের হত্যাকান্ডের বিষয়ে। মাত্র ২-৩ বছর আগে তেল, হিরে ও সোনা-দানা ভরপুর সোমালিয়াতে আমেরিকা সৈন্য পাঠায়। কিন্তু ঐখানে আল-কায়িদা ও মুসলিম জিহাদিরা বেশ ভাল শিক্ষা দেয় আমেরিকার সৈন্যদিগকে - তারা প্রায় ৫০ জন সৈন্য হারায় ঐ দেশ লুট করতে গিয়ে। ঐ দেশের তেল, সোনা-দানা হজম করতে পারবে না বুঝে (যেমন হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাকে?), সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে ঘরে চলে আসে লেজ গুটিয়ে। ঐ শিক্ষার কথা তো আর ভুলে যায়নি আমেরিকাবাসীরা মাত্র ২-৩ বছরে। তার উপর হুটু-তুতসিদের দেশে না আছে তেল, না সোনা-দানা-হিরে। কি করে আমেরিকা যায় ঐ দেশে শুধু শুধু সৈন্য আত্মহুতি দিতে? মনুষ্যত্ববাদের চর্চা করেছে মাত্র। ভুল করেছে কোথায়? অবশ্য আফগানিস্তান ও ইরাক লুটপাট করতে গিয়ে আবার এক মহাশিক্ষা পেল আমেরিকাঃ ৪০০-৫০০ বিলিয়ন ডলার ও ৪-৫ হাজার সৈন্যের আত্মহুতি দিতে হবে বুঝা যাচ্ছে। এমন বেকুবপনা কাজ আমেরিকা আবার করবে? আমেরিকা বিদেশ লুট-পাট করতে গিয়ে শুধু success পেয়েছে কোরিয়া ও জাপানে - যদিও ব্যাপক জান-মালের বিনিময়ে। লাভটা হয়েছে কি? ঐ মরা দেশ দুটোতে না আছে তেল, না সোনা-দানা। পোড়া কপাল আমেরিকার!!

একটা কথা এখানে বিবেচনা করা দরকার যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে

১০-৩০ লাখ বাংগালীদেরকে মারল পাকিস্তানীরা, অথচ সব দোষ পড়ল গিয়ে আমেরিকার ঘাড়ে। আজকাল প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭১-এ পুর্ববাংলার গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের চেয়ে আমেরিকাকেই যেন বেশী দায়ী করা হচ্ছে। কেননা আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সম্পর্ক তখন খুব ভাল ছিল। ওদিকে হুটু-তুতসি'দের গণহত্যাকান্ডে আমেরিকা কারোরই না আগে, না পাছে - না কাউকে মানা করেছে সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে গণনিধন রুখতে। অথচ সব দোষই আমেরিকার। ক্লিনটন সম্প্রতি সেটা স্বীকারও করে নিলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করলেন। বলেছি না, কাল যদি ভারত মুসলমানদেরকে কচুকাটা করতে শুরু করে আর আমেরিকা মুসলিমদেরকে উদ্ধারে দৌড়ে না আসে, তাহলে নির্ঘাত সব দোষ আমেরিকার ঘাড়ে চাপবে।

তবে ভারতের আরও কিছু পরম মানবতাবাদের কথা আলোচনা করা যাক। ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে মাননতাবাদী সমাজতন্ত্রের নায়ক ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিটলারের অন্যতম মানবতাবাদী বন্ধু রাশিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে মনুষ্যত্ববাদী আমেরিকা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পুজিবাদী বিশ্বকে ধ্বংসের অঙ্গীকার নেয়। বলা আবশ্যক যে, ভারত ছিল রাশিয়া ও কমিউনিস্ট বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক সহযোগী। ভারত থেকে আয়কৃত মুনাফা ছিল মানবতাবাদী রাশিয়া ও কমিউনিস্ট বিশ্বের প্রধান প্রাণশক্তি। আর ভারত-কর্তৃক প্রদত্ত সেই অর্থনৈতিক প্রাণশক্তির বলে বলিয়ান হয়ে রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব তাদের জনগণকে এমন মানবতাবাদ শিক্ষা দিয়েছে নাঃ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রীরা প্রায় ৫০০-৬০০ লাখ জনগণকে হত্যা করে। আজ পর্যন্ত শুনিনি কেউ ভারতকে এত্তগুলো লোককে মানবতাবাদের স্বাদ আস্বাদনের জন্য credit দিয়েছে, না ভারত সে আত্মত্যাগের জন্য credit দাবী করেছে। কিন্ত আমেরিকা যখন মানবতাবাদকে ধ্বংস করে ঐসব দেশে মনুষ্যত্ববাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রচুর মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রীদেরকে হত্যা করে এবং সেই সাথে অনেক সাধারণ জনগণও আমেরিকার সেই ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের শিকার হয়, সেই অমানবিক কাজের দায়-দায়িত্ব আমেরিকার ঘাড়ে ঠিক চাপিয়েছে ডঃ পালের মত মানবতাবাদীরা - ডঃ পালের ভিন্নমতের লেখাগুলোই যে তার প্রমান। তবে ভারত যে মানবতাবাদের লেলিহান শিখা জ্বালিয়েছে বিশ্বভর সমাজতন্ত্রীদের সাথে হাত মিলিয়ে সেটার credit কিন্তু ডঃ পাল কোনদিন দাবী করবেন না। মানবতাবাদই যে এ রকম - সে শুধু ত্যাগ করতে জানে, কৃতিত্ত্ব দাবী করে অহমিকা প্রকাশ করতে চাই না। তবে বাংলাদেশের কথা ভিন্ন - ডঃ পাল সেটা দাবী করতে ভুলেননি কিন্তু।

তবে একটা কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে নাঃ মানবতাবাদী ভারত হুতু-তুতসি'দের বাঁচাতে দৌড়ে এলনা কেন? নাকি ভারতের নিঃস্বার্থ মানবতাবাদ শুধু ভারতের সীমান্তবর্তি এলাকা (বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা..) দিয়ে ঘোরাফেরা করে। মানবতাবাদ তো হওয়ার কথা কোন সীমারেখার উর্ধ্বে। নাকি চক্রান্তবাদী সূত্র আবিস্কারে পটু বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী মুসলিমদের তত্ত্বই সত্যঃ *বাংলাদেশ স্বাধীন করা ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম পররাষ্ট্রনৈতিক বিজয়, তাতে নিঃস্বার্থ বলে কিছুই ছিল না - পুরোটাই ছিল আত্মস্বার্থ।* হঠাৎ যেন মানবতাবাদের সংগা বলদে যাচ্ছে ১০০%। নাকি আমার মাথায় পচন ধরেছে? কিছুই বুঝতে পারছি না। ডঃ পাল হয়ত এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারেন।

আমেরিকার জনগণ ভাল কিন্তু রাজনীতিবিদরা জগন্য

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনায় একটা বিষয় খুবই লক্ষ্য করি যেটা এখানে আলোচনা করা খুবই যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মনে করি। এ বিষয়ে অনেকের লেখা পড়ে আমি উপলব্ধি করি বা অনেকেই সরাসরি বলেন যেঃ **আমেরিকার জনগণ আসলে ভাল মানুষ, কিন্তু রাজনীতিবিদরা খুবই জগন্য**। যেমন, নন্দিনী হোসেন, ফতেমোল্লার মত মানবতাবাদী লেখকরা একের পর এক ***দুই দানব***-এর মত রচনায় আমেরিকার বিভৎস নীতির সমালোচনা লিখে যাচ্ছেন কিন্তু আমেরিকার সাধারণ জনতাকে মাফ করে দিচ্ছেন। মিজ নন্দিনী লিখেনঃ ***'আরেকটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা কিন্তু আমেরিকার জনগনের বিরুদ্ধে নয়।'*** ডঃ বিপ্লব পালও এ বিষয়ে দ্বিমত করবেন বলে মনে করি না। এদের ধারণা, আমেরিকা দেশটা মুটামুটি ভাল ও বসবাসযোগ্য আমেরিকার সহজ-সরল, ন্যায়বান ও সত্যনিষ্ঠ সাধারণ জনগণের কারণে। আমেরিকার সব মানুষ যদি তাদের রাজনীতিবিদদের মত হত তাহলে দেশটা যেন রক্তচোষা ও লুটেরা দানবের রাজ্যে পরিণত হত। যেমন ধরুন মানবতাবাদের নামে (স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিলানো) আমেরিকার ভাল মানুষগুলোকে গণবিধ্বংশী অস্ত্রের (*WMD*) অজুহাতে ফাঁকি দিয়ে ইরাকের তেল শুষে নেওয়ার প্রকৃত ষড়যন্ত্রের কারণে ইরাক আক্রমন। তেমনি আরো ষড়যন্ত্রে চালাচ্ছে ইরানের, উত্তর কোরিয়ার, সিরিয়ার তেল চুরির ও সম্পদ লুটের মতলবে। ডঃ পালের চতুর্থ খন্ডে এ রকম একটা মতলবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও আমেরিকার সাধারণ জনগণকে অনেকে নিঃস্পাপ বলে ছেড়ে দিচ্ছেন - অথচ সেই জনগণই কিন্তু আমেরিকার এরকম লুটেরা পররাষ্ট্রনীতি একের পর এক সমর্থন করে যাচ্ছেঃ প্রথমে ফিলিপিন, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তারপর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, পানামা, গুয়েতেমালা,

কিউবা এবং আরও অনেক। শেষ পর্যন্ত এসে থেমেছে আফগানিস্তান ও ইরাকে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলঃ আমেরিকার জনগণের অনুমতি বিনা রাজনীতিবিদদের এ ধরনের লুটেরা অভিযান চালানো সম্ভব নয় একের পর এক, যদিও সেটা বিশ্বের বেশীর দেশেই সম্ভব। অথচ আমেরিকার জনগণই একের পর এক এ ধরনের লুটেরা অভিযানে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই জনগণকে কিভাবে আমরা মহাবেকুবের মত সহজ-সরল বলে মাফ করে দিতে পারি বার বার। আমারতো মনে হয়ঃ জনগণই আমেরিকার যত্তসব লুটেরা নীতির ধারক ও সমর্থক - ওরাই তো বড় কুলাংগার ***(Culprit)***। এ ব্যাপারে আমরা জনাব পালের প্রাণপ্রিয় মাতৃভুমি ভারতের জনগণের কাছ থেকে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা নিতে পারি। যেমন ধরুন, ভারতের রাজনীতিকরা আমেরিকা-প্রদত্ত স্বার্থের আশায় ইরাকে সৈন্য পাঠানোর পায়তারা করছিলেন। কিন্তু চরম সৎ ও নীতিবান ভারতীয় জনগণ এই অন্যায় যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকতে ভারতকে বাধ্য করে এবং রাজনীতিবিদরা ইরাকের লুটের মাল ***(like Islamic war-booty?)*** থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হয়। *নৈতিকতা ও সততার এক অনন্য উদাহরণ তো দেখছি সৃষ্টি করছে ভারতীয় জনগণ, আমেরিকার জনগণ নয়।* অথচ আমেরিকার লোভনীয় ডলারে পরিপুষ্ট অনেক দেশী দেশপ্রেমী ভারতীয়রা অন্যায়ভাবে বলেন আমেরিকার রাজনীতিকরা খারাপ কিন্তু জনগণ ভাল - সেই জন্য দেশটা চলছে মুটামুটি ভাল। আর ভারতের জনগণ ও রাজনীতিবিদ দুইই খারাপ; সেই জন্যে ভারতের ভরাডুবি।

যাহোক এই আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ভারতের জনগণ খুবই ভাল কিন্তু রাজনীতিবিদরা খারাপ আর আমেরিকার জনগণ ও রাজনীতিবিদরা দুই-ই খারাপ। কি বলেন ডঃ পাল ও অন্যান্য বিজ্ঞরা? আমার এ বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ডঃ পাল, নন্দিনী হোসেন ও ফতেমোল্লা-সহ যারা শুধু আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতিবিদদের সমালোচনায় মূখর কিন্তু জনগণকে মাফ করে দিচ্ছেন বার বার, তারা মস্ত একটা বোকামি করছেন। আমেরিকার জনগণও তাদের রাজনীতিবিদদের মত একই পরিমান সমালোচনা ও ঘৃনা পাওয়ার দাবিদার আমেরিকার বিশ্বব্যাপী ঘৃন্য লুটেরা পররাষ্ট্রনীতির জন্যে।

ইরাক ও আফগানিস্তান আমেরিকার বিভৎস পররাষ্ট্রনীতির খাতায় খুবই ছোট্ট দু'টি ঘটনামাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও হিরোশিমা-নাগাসাকি এটম-বম্বিং-সহ আরো অসংখ্য যুদ্ধে আমেরিকা নিঃষ্পাপ মানুষের রক্তক্ষরণের আরো বেশী ঘৃন্যতম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। আর এসব যুদ্ধে আমেরিকার Democratic আর Republican উভয় পার্টিই মদম যুগিয়েছে। অথচ জনগণ আমেরিকার ***Green***

Party (lead by Ralph Nader) যারা আপনাদের মত মানবতাবাদের ধ্বজা উড়াতে বিশ্বাসী তাদেরকে মাত্র ২% আমেরিকার জনগণ সমর্থন করে। তার মানে দাঁড়ায়ঃ ***আমেরিকার ৯৮% জনগণ সে দেশের দানবীয়, জনবিধ্বংসী, রক্তক্ষয়ী ও লুটেরা পররাষ্ট্রনীতি সমর্থক।*** কাজেই আপনাদের মানবতাবাদের লেখনী যতদিন না আমেরিকার রাজনীতিবদ-সহ ৯৮% জনগণের প্রতি শুল বর্ষন করছে, ততদিন পর্যন্ত আমেরিকার **রক্তচোষা দানবীয় ও লুটেরা** পররাষ্ট্রনীতির কোন গুণগত পরিবর্তিন হচ্ছে না। আমি আশা করছি, আমার এ লেখাটি মানবতাবাদীদের আগামী লেখায় একটি নুতন দিক সংযোজনে সহায়তা করবে।

[চলতে পারে]

Comments to: mmalamgir@yahoo.com